হিমালয় কন্যা নেপাল ভ্রমণ

সমুদ্র মনকে প্রশস্ত করে আর পাহাড় আমাদের প্রকৃতির খুব কাছে নিয়ে যেতে পারে। পাহাড়ের নিস্তব্ধতা মনের সব ক্লান্তি দূর করে। এবারের লেখাটি হিমালয় কন্যা নেপাল ভ্রমণ নিয়ে।

আমি আল্লাহর রহমতে জাহাজ নিয়ে ৭০ টির অধিক দেশে গিয়েছি এবং পৃথিবীর অধিকাংশ সাগর, মহাসাগর পাড়ি দিয়েছি। নেপাল ভ্রমণটি জাহাজ নিয়ে নয় বরং এটি ছিল আমার হানিমুন ট্রিপ। আমার সহধর্মিনীকে নিয়ে নেপাল ভ্রমণে গিয়েছিলাম বিমানে চড়ে। নেপালে কোন সমুদ্র নাই তাই হয়তো এর আগে যাওয়া হয় নাই। আমরা ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে নেপাল ভ্রমণে যাই। ঢাকা থেকে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে ত্রিভুবন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট কাঠমান্ডু তে পৌছাই। ফ্লাইটের সময় ছিল প্রায় দুই ঘণ্টার মতো। নেপাল যাওয়ার সুবিধা হল অগ্রিম কোন ভিসার প্রয়োজন না। কাঠমান্ডু এয়ারপোর্টেই অনএ্যারাইভেল ভিসা পাওয়া যায়।

আমরা নেপালে ৭ দিনের ভ্রমণে গিয়েছিলাম। প্রথমে কাঠমান্ডুতে দুইদিন ছিলাম তারপর যাই পোখারা সেখানে ছিলাম তিন দিন। পরে আবার কাঠমান্ডুতে ফিরে আসি তখন আরো দুইদিন ছিলাম কাঠমান্ডুতে। তারপর বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে দেশে ফিরে আসি।

কাঠমান্ডু এয়ারপোর্ট এ নামার পর আমাদের একজন ডাক্তার ভাইয়ের সাথে দেখা হয়। উনিও পরিবার নিয়ে নেপাল ভ্রমণে এসেছিলেন। কথার মাঝেই আমাদের পরিচয় হয়। আমরা একই হোটেলে উঠেছিলাম এবং একসাথেই প্রায় সব জায়গাতেই ভ্রমণ করেছিলাম। দেশের বাইরে একসাথে ঘুরতে আমাদের ভালই লেগেছিল।

নেপাল ভ্রমণপিপাসুদের জন্য একটি চমৎকার গন্তব্য। এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে হিমালয় কন্যা, কাঠমান্ডু দারবার স্কয়ার, পশুপতিনাথ মন্দির,বৌদ্ধনাথ স্তুপ, ভক্তপুর ও নাগর কোর্টের দর্শনীয় স্থান। এছাড়াও রয়েছে সাগর মাতা ন্যাশনাল পার্ক, লুম্বিনী, চিতওয়ান ন্যাশনাল পার্ক।

কাঠমান্ডুতে দর্শনীয় স্থানগুলো হল পশুপতিনাথ মন্দির, বৌদ্ধনাথ স্তুপ, কাঠমান্ডু দরবার স্কয়ার ইত্যাদি। আমরা শহরের প্রাণ কেন্দ্রেই একটি হোটেলে ছিলাম এবং দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে বেড়িয়েছি।

স্বীকৃত। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন মহান আধ্যাত্মিক গুরু। তিনি অহিংসা এবং ত্যাগের শিক্ষা দিয়ে বিশ্বব্যাপী মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

মাস্টার মেরিনার,(এ এফ এন আই)

এক্স ক্যাডেট, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি চট্টগ্রাম।